সুললিত ইতিহাস ।

অর্থাৎ

শকুন্তলার উপাখ্যান ।

শ্রীরামলাল মিত্র প্রণীত ।

ইং [illegible]

কলিকাতা।

বলিয়ার বিন্দুবাসিনী যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল

মূল্য ।৵০ মাত্র ।

শকাব্দাঃ ১৭৭৬ ।

ভূমিকা।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামে প্রসিদ্ধ নাটকের ইতিহাস অতি মনোহর এই নিমিত্ত অনেকেরই তাহা পাঠ করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ গ্রন্থ অনায়াসে বোধগম্য হইবার বিষয় নহে। অতএব তদীয় ইতিহাস অবলম্বন করিয়া আমি এই পুস্তক লিখিলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিলে তাহার রমণীয়তার হ্রাস হইতে পারে এই নিমিত্ত যে সকল অংশ দুরূহ ও অসংলগ্ন তৎ সমুদয় পরিত্যাগ করা গিয়াছে এবং কোনং স্থানে পাঠক বর্গের মনোরঞ্জনার্থে প্রস্তাব বাহুল্য করা গিয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ে প্রযত্নশীল তাঁহাদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা প্রকটন করিতে সাহসী হইলাম।

শ্রীরামলাল মিত্র।

কলিকাতা।

৫. চৈত্র সম্বৎ ১৯১১।

সুললিত ইতিহাস

শকুন্তলা।

পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র নামে এক মহাপ্রভাব রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিরন্তর ব্রহ্মাসনে অধ্যাসীন হইয়া যোগসাধন করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার কঠোরতপস্যাতে সাধ্বসাপন্ন হইয়া তপোবিঘ্নার্থে মেনকা নাম্নী স্বর্গবাসিনী বারকামিনীকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। মেনকা বসন্তস্থা দ্বারা রমণীয় সময়ে হরণ মনোহর বেশ ধারণ করিয়া মুনি সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুনিবর তাঁহার রূপলাবণ্যাবলোকনে স্মরাতুর হইয়া তাঁহার সহিত বিষয়োপভোগে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। পরাৎপর পরমেশ্বরের মহিমা বিস্মরণপূর্ব্বক ভগবান কুসুমায়ুধের বশম্বদ হইলেন। ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনার্থে আহরিত পুষ্প সকলে বারাঙ্গনার অঙ্গাভরণ করিলেন। নারায়ণোদ্দেশে ঘৃষ্ট শ্রীখণ্ডরসে বারবনিতার শরীর সুবাসিত করিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল বিগত

হইলে মেনকা আপন্নসত্ত্বা হইলেন এবং দৈবযোগে মুনির জ্ঞান মিহিরোদয়ে মোহতিমির বিনষ্ট হওয়াতে কোপলোহিত লোচনে মেনকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন; অরে পাপীয়সি তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা করিলি নিমেষ মধ্যেই ভস্মাবশেষ করিব!! মেনকা অভিশাপ ভয়ে দাবানল পরিবৃতা হরিণীর ন্যায় কম্পিত কলেবরা ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া পলায়ন পরায়ণা হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এবং একটি স্বরূপা কন্যা প্রসব করিয়া তাহাকে নির্জ্জন কাননে পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অমরভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ জাতক কন্যা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অনুকম্পাক্রমে, কিয়ৎকাল পর্য্যন্তএক শকুন্তকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হওয়াতে তাহার নাম শকুন্তলা হইল কতিপয় দিবস অতীত হইলে তপোবনারণ্য নিবাসী ভগবান কণ্বমুনি ফলান্বেষণে বিপিন মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ নিঃসহায়া রোদ্যমানা কন্যাটিকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং স্নেহপ্রযুক্ত স্বভবনে আনিয়া পিতৃভাবেপ্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা মুনি গৃহে পরি বর্দ্ধিত হইয়া শিশুশশীয়া সুধাংশু কলার ন্যায় দিনং বর্দ্ধমানা হইলেন। কালক্রমে

তাঁহার যৌবনকাল উপস্থিত হইল। সে কালে শরীর শোভাধিক্য সহকারে হাবভাব হেলা প্রভৃতি সাত্বিক বিকারের আবির্ভাবহয়। পরন্তু শকুন্তলা যদিও স্বকীয় লাবণ্য পুষ্টি বিষয়ে সমধিক যত্নবতী ছিলেন না এবং মুনিকন্যাগণের রীত্যনুসারে বৃক্ষ বল্কল পরিধান করিয়া প্রতিদিন আশ্রমস্থ তরুণ তরু সকলে জল সেচন করিতেন। তথাপি তাঁহার স্বভাবজা রূপমাধুরী শৈবল বেষ্টিতা সরোজিনী এবং কলঙ্কদূষিত সুধাকরের ন্যায় অধিকতর সৌন্দর্য্য শালিনী হইয়াছিল। অধিকন্তু তিনি অত্যন্ত প্রিয়ম্বদা ছিলেন তাহাতে তপোবনবাসি বালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন ও স্নেহ করিত।

এতদ্দেশীয় অধুনাতন মহিলাগণ যে প্রকার অন্তঃপুর নিরুদ্ধ থাকে এবং বিদ্যামৃত রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয় পূর্ব্বকালে এই রীতি ছিল না। ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শকুন্তলা কণ্বমুনির নিকেতনে বাস করিয়া বিবিধ বিদ্যা

[illegible] করিতেন এবং সাতিশয় মেধাবিনী ছিলেন এই নিমিত্ত অচিরে বিদ্যাবতী হইলেন।

শকুন্তলা পরিণত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভগবান কণ্ব লালিতা দুহিতার প্রতি স্নেহাধিক্য প্রযুক্ত অনন্য ব্যাপারে নিরন্তর যত্নশীল ছিলেন। পরে রাজা দুষ্মন্তের সহিত তাহার যে প্রকারে সম্মেলন ও বিবাহ হয় তদ্বিবরণ অতি অপূর্ব এই নিমিত্ত বিস্তারিত রূপে লেখা শ্রেয় বোধ করিলাম।

হস্তিনানগরে দুষ্মন্ত নামা এক সুশীল ও নীতিপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়াভিলাষী হইয়া চতুরঙ্গিণী বাহিনী সমভিব্যাহারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করতঃ এক ভয়ক্রুত বাতায়ুর পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ক্রমে২ হিদণ্য কাননের সমীপে উপনীত হইলেন। দৈবযোগে কণ্বমুনির দুইজন শিষ্য সমিদাহরণার্থে তথায় আসিয়াছিল। তাঁহারা মৃগমারণোদ্যত নরপালের জিঘাংসা প্রবৃত্তি দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন !! হে নরনাথ। আপনি কি নিমিত্তে এই নির্দোষ প্রকৃতি কুরঙ্গমের ললিত শরীরে শতকোটি তীক্ষ্ণশর প্রক্ষেপণ করিতেছেন অজিনযোনিগণ আমাদিগের তপোবনে বাস করিয়া কৃতার্থ হইলে ঋষিতনয়া প্র-

রিয়া একাকী বিনীতভাবে পদব্রজে আশ্রম[illegible]ভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সুপক্ক ফলশোভিত দ্রুম-শাখায় নানাবিধ মধুরালাপী বিহঙ্গম মধুরস্বরে গান করিতেছে। বিকসিত পুষ্পশোভিত পুষ্পকা-ননে পুষ্পমক্ষিকাগণ পুষ্পরস পানে মত্ত আছে। কখো ত্তলা রসনা মঞ্জরীর বসন্তানে প্রমত্ত মধুকণ্ঠ সমূহের কুহরবে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইতেছে। সন্নিহি[illegible]-ধরে প্রফুল্ল কমল কোকনদ কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্পে-র সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। করী; কেশরী; মৃগ মৃগাদন প্রভৃতি জন্তুযূথ পরস্পর খাদ্য খাদকতা সম্বন্ধ পরিহার করতঃ একত্র বিচরণ করি-তেছে। কিয়দ্দূরে মালিনী নাম্নী সুবিখ্যাতা তরঙ্গি-ণীর প্রতীরে মুনিগণের যজ্ঞশালা হইতে অগ্নিহো-ত্রাদির ধূমসমূহে গগণমণ্ডল শ্যামলীকৃত হইতেছে। এবং উদ্গাতৃগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিতেছে।

অবনীপাল এই সকল দর্শনে বিমোহিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন এমত সময়ে দক্ষিণস্থ পুষ্পবাটী হইতে রমণী কণ্ঠ নিঃসৃত কুসুমা[illegible]লীর কোকিল কাকলীর ন্যায় সুধাময় মধু[illegible] তাঁহার শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তদ্দি[illegible]পাত করিয়া দেখিলেন যে একটি অভিনব যৌবন লাবণ্য-

সমাচরণ করেন। কণ্বতনয়া অকস্মাৎ পুরুষ সমাগমে লজ্জাবনম্রবদনা হইলেন সখীরা বিহিত বিধানে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক নিকট সপ্তপর্ণ বেদিকাতে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় কোন দেশ হইতে আগমন করিতেছেন এবং কি নিমিত্তেই বা এই স্থলে উপস্থিত হইলেন। রাজা উত্তর করিলেন আমি রাজাদৃষ্ট বনবিহার মানসে স্বনগরী হইতে বহির্গমন করিয়া গহনে২ ভ্রমণ করিতেছি সম্প্রতি তোমাদিগের পুণ্যাশ্রম দর্শনাভিলাষে এই স্থলে আগমন করিলাম মুনিবর কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে মানব জন্ম সফল বোধ করিব। অনসূয়া কহিলেন মুনিরাজ সম্প্রতি তনয়াকে অতিথি সপর্য্যা করিবার আদেশ করিয়া তপস্যার্থ সোম তীর্থে গমন করিয়াছেন রাজা কহিলেন ভগবান্ কণ্ব জিতেন্দ্রিয় ও অকৃতদার পরিগ্রহ এবং সতত পারলৌকিক সুখসাধন যমনিয়ম প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাভ্যাসে অনুরক্ত অতএব তোমাদের সমভিব্যাহারিণী এই কুসুম কোমলাঙ্গী তাঁহার তনয়া কি প্রকারে হইলেন। অনসূয়া রাজার ঈদৃশ প্রশ্নে মুনি প্রমুখাৎ শ্রুত শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত আমূলাৎ বর্ণন করিলেন। রাজা বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন অনসূয়ে

যাহা কহিলে সত্য বটে যে হেতুক অপ্সরা ব্যক্তি-রেকে মানবী সঙ্গে ঈদৃশ রূপের সম্ভব হইতে পারেনা।

অনন্তর রাজা এই রূপে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সহিত কিঞ্চিৎকাল মধুরালাপ করিয়া শকুন্তলার সহিত পরি-হাসে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুন্তলা যদি ও ক্ষিতিপতির অসামান্য রূপ দর্শনে প্রথমাবতীর্ণ মদনবিকারা হইয়াছিলেন তথাপি নবানুরাগিণী সীমন্তিনী গ-ণের রীত্যনুসারে প্রত্যুত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখী ও ব্রীড়াসনতমুখী হইয়া প্রীতি চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন রাজা বিপুল পুলকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আপনার হৃদ-য়কে আশ্বাস করিতেছেন এমত সময়ে আগমনের সৈন্য কোলাহল তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ঋষি দহিতৃগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পর্ণ কুটীরাভিমুখে গমন করিল। রাজা প্রেয়সী সমাগমে বঞ্চিত হইয়া অসময়োপস্থিত সৈন্য গণকে ধিক্কার করিতেং সেই স্থানেই রহিলেন।

শকুন্তলা বয়স্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিলে নৃপাল হৃদয়াপহারিণী প্রিয়তমার

দর্শনবিরহে পৃথিবী শূন্যময়ী দেখিলেন। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে সেনাগণ তপোবনে সমাগত হইয়া রাজসন্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইল। রাজা তাহাদিগের প্রার্থনায় অগত্যা সম্মত হইয়া যানারোহণে রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন এবং স্বকীয় মন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনে অনাসক্ত মনা হইয়া দিবস রজনী সেই সুধা বদনীর নিরুপম বিলাসাদির ভাবনা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালীন সাহস প্রতাপ ভূপালগণের সভাতে বিদূষক সংজ্ঞক এক জন কৌতুকবিলাসী বাস করিত। তাহারা রাজাকে বিমর্ষ অথবা শোকাভিভূত দেখিলে কোন কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বিষাদ হরণ করিত। রাজা দুষ্মন্তের সভাতে একজন বিদূষক ছিল। সে এক দিবস রাজাকে অনন্যচিত্তে বনবাসিনীর রূপচিন্তনে নিমগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ কি নিমিত্তে সতত নিরানন্দ থাকেন কোন বিষয়েই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন না বোধকরি কোন চতুরা কুরঙ্গ নয়নার অপাঙ্গদর্শনে বিমোহিত হইয়াছেন যাহা হউক আমার নিকটে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করুন্ আমি আপনার মনস্কামনা সিদ্ধি

প্রাপহৃদরাকাঙ্ক্ষ চমরীগণ পুনঃ২ পুচ্ছ বিলোড়ন ছলে অপরাধেরক্ষমা প্রার্থনা করে; সেই স্থলোচনার বিলোকন সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া নীলসরোরুহ জীবনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে সেই মধুভাষিণীর সুমধুর আভাষণে অবধারিত পবনভুগণ জলাশয়ে নিবীড় বনে তিরোহিত হয়। সেই বেদিবিলগ্নমধ্যার ক্ষীণ মধ্যতা দর্শনে হীনগর্ব্ব মগরাজ অটবীমধ্যে কাল যাপন করেন; সেই স্থদতীর দশন পংক্তি দর্শনে মুক্তাফল অগাধ লবণোদধিতে নিমগ্ন হইয়াছে; সেই নিতম্বিনীর নিতম্ব দর্শনে বসুন্ধরা মৃত্তিকাময়ী হইয়াছে; সেই বামোরুর বিশাল উরুদয় রামকদলীর একান্ত শীতলতা ও করিশুণ্ডের একান্ত কর্কশতা প্রযুক্ত নিরুপম হইয়াছে; সেই মরালগামিনীর গবিত্ম চলনে রাজহংসগণ পত্যপদেশ লব্ধ হয়; তাঁহার রমণীয়তা বর্ণনে আমি নিতান্ত অশক্ত; অধিক কি বলিব সেই জীবন সর্ব্বস্বরূপিণী বরকামিনীর সমাগম লাভ না হইলে আমার জীবন যাপন ভার হইবে।

নৃপতির বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে বিদূষক কহিল আপনার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে আমার প্রতীতি জন্মিল যে সেই প্রমদা বরাঙ্গরূপোপেতা বটে যে হেতুক

প্রফুল্ল কমলিনীর মকরন্দপানে পরিতুষ্ট মধুকর কদাপি পলাশ পুষ্পে আসক্ত হয় না এবং চূতাঙ্কুর সম্ভূত রসপ্রিয় কখন অম্লাতকে সন্তুষ্ট হয় না কিন্তু আপনি তাহার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন আপনার প্রতি তাহার কি প্রকার চিত্তানুরাগ। রাজা কহিলেন প্রথমাবতীর্ণ যৌবনা ললনাগণ কদাপি স্পষ্টরূপে মদন বিকার প্রকাশ করে না কেবল ইঙ্গিত দ্বারা অনুরাগ ব্যক্ত করে। ঋষিতনয়া আমার পরিহাস কালেন [illegible] নম্রমুখী ও স্মেরাননা হইয়াছিলেন এবং কিয়ৎপদ গমন করিয়া!! কুশাঙ্কুরে আমার চরণ ক্ষত হইল !! এই ছল করিয়া ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়াছিলেন এবং ক্রমশাখা বিলগ্ন পরিহিত বল্কল বিমোচন কৈতবে বিবৃত্তবদনা ও হইয়া ছিলেন বিশেষতঃ ভগবান কণ্বের ও এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে যে কন্যাকে অনুরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী করেন। বিদূষক কহিল তবে তৎসমাগম অতি দুর্লভ নহে আপনি কার্য্যান্তর [illegible] পুনর্ব্বার তপোবনে গমন করিয়া সেই বিদুষীর [illegible] অনুসারে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ সম্পন্ন করুন।

রাজা ও বিদূষক এবং কার কথোপকথন করিতেছেন

এমত সময়ে দৌবারিক আসিয়া নিবেদন করিল আয়ুষ্মান দুইজন তাপস দ্বারে দণ্ডায়মান অনুমতি হইলে আপনকার সন্নিধানে আগমন করে। ভূপাল অনুমতি প্রদান করিলে প্রতীহারী তপস্বিদ্বয় সমভিব্যাহারে রাজ সমীপে উপস্থিত হইল। তাপসদ্বয় হস্তোত্তলন পূর্ব্বক অবনীশ্বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হে দীর্ঘজীবন আপনি জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এই সসাগরা সর্ব্বংসহার একাধিপতি হইয়া সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন আমরা আপনকার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের ছায়াশ্রয় করিয়া চিরকাল নিরন্তরায়ে যজ্ঞহোমাদি সম্পাদন করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের উপকার ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম: অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ ভগবান্ কৌশিকের প্রার্থনানুসারে প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়কে রক্ষোবধার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমাদিগের তপোবন ভয়ঙ্কর নিশাচরগণের উপদ্রবে শঙ্কনীয় হইয়াছে। আপনি প্রতিবিধান না করিলে উপায়ান্তর নাই।

মুনি শিষ্যদ্বয়ের বাক্যাবসানে ধরাপাল মনে মনে চিন্তা করিলেন আমি রাক্ষসবধ কৈতবে সেই প্রিয়দর্শনারে দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট প্রণয় প্রসঙ্গ করিতে পারিব এবং মুনিগণও সন্তুষ্ট হইবেন। অতএব

ইহাঁদের প্রার্থনা শ্রবণকরা স্বার্থসাধন ও পরোপকার নিয়মের অনুসারিক নটে। পরে তাপসদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন আপনারা অগ্রসর হউন আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। ঋষিদ্বয় কৃতকার্য্য হইয়া স্থানে প্রস্থান করিল।

পর দিন কুমুদিনীর জীবিতনাথ চরমাচল চূড়াবলম্বী হইলে উদীয়মান প্রভাকরের প্রভাতে পূর্ব্বদিক আলোকময়ী হইল। তাম্রচূড় সমূহ কলরব আরম্ভ করিল। বিহঙ্গমগণ প্রদোষাধ্যষিত বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে দিগ দিগন্তরে গমনের উপক্রম করিল॥ প্রাতরুত্থানশীল দ্বিজগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি পাঠ করিতে করিতে স্বরতরঙ্গিণী তীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুষ্মন্ত বিচিত্র পুষ্পপটোপশোভিত স্বর্ণ নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর সেনাপতিকে আদেশ করিলেন অদ্য আমি তপোবনে গমন করিয়া অগ্নিহোত্রিগণের যজ্ঞ হোমাদির বিঘ্ন নিরাকরণ করিব। [illegible] শীঘ্র অনুগমনোচিত আয়োজন কর।

সেনানী নৃপানুজ্ঞা শ্রবণে অবিলম্বে সেনাগণকে সসজ্জ করিলেন। রাজা চিরপ্রার্থিত দর্শনাকাঙ্ক্ষার

ন্দর্শননিমিত্তে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া চক্রে সমা-রোহণে পুণ্যাশ্রম সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন। রাক্ষ-সেরা তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সংত্রাস প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিল। ঋষিগণ নিরুপদ্রব হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিল। অনন্তর অনুচরবর্গকে হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া তিনি একাকী ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাপস তনয়ার আগ-মন প্রতীক্ষায় পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে লতা ব্যবহিত হইয়া অবস্থান করিলেন।

অনতিবিলম্বে সসখীজনা শকুন্তলা তথায় উপস্থিত হইলেন রাজা দেখিলেন তাঁহার আর পূর্ব্বভাব নাই বিরহবিকারে শরীর শীর্ণ হইয়া কনাকাভাবের [illegible] হইয়াছে; হৃদয়স্থ মদনানল নির্ব্বাণের নি-মিত্ত বক্ষঃস্থলে উশীরপরিমল লেপন করিয়া ভুজ-মৃণালে মৃণালবলয় ধারণ করিয়াছেন; অনসূয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া সজল নলিনীদলের তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই সেই মদন রো-গের উপশম হইতেছে না বরঞ্চ যেমন প্রজ্বলিত হুতা-শন সমীরণ সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ হইতেছে রাজা প্রাণাধিক প্রিয়তমার তাদৃশী অবস্থায় কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ইহার তত্ত্ব জানিতে বাঞ্ছা

করিলেন। ইত্যোমধ্যে প্রিয়ম্বদা কহিল সখী শকু-
ন্তলা তুমি কি নিমিত্তে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিতা থাক তো-
মার নিরুপম মধুরাকৃতি দিবাবসানে মুদিতাননা
কমলিনীর ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ ও মলীমসা দেখি-
তেছি আমরা ইতিহাস কথাপ্রসঙ্গে শ্রবণ করিয়াছি
যে কামিনীগণের কান্ত বিরহে এই প্রকার দশা
হয় [illegible] সত্য কহিও বল তুমি কি কোন নবীন
যুবকের প্রণয় জালে বদ্ধ হইয়া এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত
হইয়াছ কাহার [illegible] অতনু বৃক্ষ সেচন করিয়া
[illegible] হইয়াছ শকুন্তলা সখীদ্বয়ের নিকট
মনোগত ভাব গোপন না করিয়া আনম্রবদনে উত্তর
করিলেন প্রিয়ম্বদে তুমি যাহা অনুভব করিয়াছ সত্য
বটে যদবধি সেই তপোবন রক্ষিতা [illegible]
আমার [illegible] পথের পথিক হইয়াছেন তদবধি
[illegible] জর্জ্জরিত [illegible] এই অব-
স্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি অধিক কি বলিব তাঁহার সমা-
গম লাভ না হইলে আমাকে [illegible]
[illegible] হইবেক। প্রিয়ম্বদা কহিল ভাল তাঁহার সহি-
ত কি প্রকারে প্রণয় হয় তাহার উপায় চিন্তা কর
কেবল মনোরথেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না সুপ্তসিংহের
মুখে [illegible] মৃগগণ স্বয়ং প্রবেশ করেনা; অতএব

তাঁহার নিকট স্বকীয় স্মরদশাজ্ঞাপক মদনলেখন প্রস্থাপন কর তাহা হইলে তিনি অবশ্য এখানে আসিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন যে হেতুক স্বভাবশীতল শারদীয় চন্দ্রাতপকে কেহ চন্দ্রাতপ-দ্বারা নিবারণ করিতে চেষ্টা করে না; আমরা নগেন্দ্র নন্দিনী ভগবতী কাত্যায়ণীর পূজাপদেশে হস্তিনা নগরে গমন করিয়া কৌশল ক্রমে নরেন্দ্র হস্তে পত্র প্রদান করিব। শকুন্তলা কহিলেন তোমরা যাহা কহিলে তাহা সুপরামর্শ বটে কিন্তু তিনি রাজা; তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে কত শত সুরূপিনী রমণী আছে তাঁহাদিগের সহিত অহোরাত্র প্রণয় কেলিকলাপে পরিতুষ্ট থাকিয়া মাদৃশী দীনামলীনা তপস্বি কন্যাকে অবশ্য অবজ্ঞা করিবেন।

রাজা এতাবৎ কালপর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিলেন। শকুন্তলার বাক্য সমাপ্ত হইবা মাত্র আত্ম প্রকাশ করিয়া সানুনয় বচনে কহিতে লাগিলেন হে চারুশীলে তুমি যাহার নিকট হইতে অশঙ্কনীয়া অবমাননার শঙ্কা করিতেছ সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়োন্মুখ হইয়া নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া আপনিই আসিয়াছে যে হেতুক রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করিয়া আত্মার্পণ করে না মনুষ্যেরাই তাহা অন্বেষণ

সম্প্রদায় আপনাকে সমর্পণ করিলাম আপনি আমার পাণি গৃহীতা হইলেন।

অনন্তর উভয়ে প্রণয় প্রকাশ করিতেং সখিকয় মালিনী তরঙ্গকণবাহী গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চারে সুখাবহে বেত্রসলতামণ্ডপে কুসুমাসনবণে উপবিষ্ট হইয়া বনদেবতাগণের সমক্ষে মালা বিনিময় করিলেন।

ক্রমেং সকল ভুবন প্রকাশক দিবাকর চরমভূধরের শিখরদেশ অবলম্বন করিলেন বন সকল শ্যামায়মান হইল। অম্বুজিনী ম্লানবদনা হইলেন। কুমুদিনী নিশানাথের উদয়াপেক্ষে সম্ভ্রান্তিনী হইলেন। চক্রবাক চক্রবাকী ভাবি বিরহশঙ্কায় শঙ্কাকুলা হইল। পতিসঙ্গলালসা তরুণীকুল বিবিধ প্রকারে বেশবিন্যাস করিতে লাগিল। বনবাসী তপস্বিগণ সন্ধ্যাবন্দনের নিমিত্তে মালিনীতটে গমন করিতে লাগিল। রাজা ও শকুন্তলা নবপ্রণয়ানুরাগে মগ্ন হইয়া পর্ণশালায় গমন করিলেন এবং গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ সম্পন্ন করিয়া বাক্‌পথাতীত আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইয়া কৌতুকে বিভাবরী যাপন করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল বিগত হইলে এক দিবস রাজা কহিলেন শকুন্তলে তুমি এমৎ রূপবতী কিন্তু কন্ব

সংসর্গে তোমার শোভাহানি হইতেছে আমি তো-মাকে রাজধানীতে লইয়া যাইয়া স্বর্ণ পর্য্যঙ্কশায়িনী ও পট্টদুকূল পরিধানা করিব সম্প্রতি অনেক দিনাবধি সচিবহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তপোবনে পরম সুখে কাল যাপন করিলাম এক্ষণে হস্তিনানগরে পুনর্গমন করিব তুমি অনুমতি প্রদান কর। শকুন্তলা সাশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন আমার বস্ত্রালঙ্কারে প্রয়োজন নাই স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম যে নারী মহামূল্য অলঙ্কারাদির স্পৃহাবতী হইয়া অক্ষম পতীকে অনাদর করে সে ইহলোকে নিন্দাভাগিনী ও পরলোকে নরকভোগিনী হয় বিশেষতঃ বিচিত্র বিভূষণ সম্ভোগে বাস্তবিক সুখের লেশও নাই। হে জীবিতনাথ আপনি অধীনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এত দিন পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিলেন এক্ষণে অকস্মাৎ কুলিশপাতের ন্যায় নিদারুণ বাক্য শ্রবণে আমার হৃদকম্প হইল হে প্রাণেশ্বর যেমন সুধাকর বিরহে কৌমুদী; জলধর বিরহে ক্ষণপ্রভা বৃক্ষ বিরহে বল্লরী ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারে না তদ্রূপ পতি বিরহে পতিব্রতা রমণী তিলার্দ্ধকালও থাকিতে পারেনা। রাজা কহিলেন হে মৃগায়তলোচনে আমি পৃথিবীর প্রান্তভাগে অব-

স্থানে কহিলেও তোমার সুধাময় বদনকদাপি বিস্মৃত হইব না যেমন ভানুমান লক্ষান্তরে অবস্থান করিয়াও করদ্বারা পদ্মিনীর চিত্ত প্রফুল্ল করেন কুমুদবান্ধব দ্বিলক্ষান্তরে বাস করিয়াও কুমুদিনীকে বিকচাননা করেন অতএব তুমি অকারণে চিন্তা করিয়া স্বকীয় মনকে সংক্লিষ্ট করিও না শকুন্তলা কহিলেন আপনি যাহা কহিতেছেন তাহা সত্য বটে তথাপি কি জানি যদি বিবিধ মণিরত্নশোভিনী শুদ্ধান্তবাসিনীগণের মুখাবলোকন করিয়া এই অনুগতা তপস্বিনীকে বিস্মরণ করেন যে হেতুক পুরুষের মন অতি কঠিন দেখ যদুবংশাবতংস দৈবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগরে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবন বাসিনী গোপ কামিনী [illegible] প্রণয় বন্ধন একেবারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন যে কৃষ্ণের গামিনী শ্রীরাধিকার মান ভঞ্জনার্থে তিনি নিকুঞ্জকাননে যোগীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন যাহার সঙ্গলালস হইয়া তিনি নিশি সময়ে কদম্বমূলে বংশীরব করিতেন সেই রাধিকা সাশ্রুনয়না বিকীর্ণকুন্তলা ধূলিধূসরকলেবরা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বনে২ ভ্রমণ করিলেও তিনি একবার স্মৃতিপথবর্ত্তিনী করেন নাই।

রাজা কহিলেন প্রিয়ে কোন প্রকার চিন্তা করিও না,

আমি অবিলম্বে তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাই-
বার নিমিত্তে লোক প্রেরণ করিব এবং অনুরাগের
নিদর্শন স্বরূপ এই অঙ্গুলিমুদ্রা প্রদান করিতেছি
এক্ষণে বিদায় হই।

ক্ষৌণীনাথ তপোবন হইতে প্রস্থান করিলে তপো-
ধন দুহিতা উন্নয়না ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাঁহার
রথকেতন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ক্রমেং তাহাও
দৃষ্টিপথাতীত হইলে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্না দেখি
লেন এবং নিরাশা হইয়া দুঃসহ শোক সাগরে নিমগ্না
হইয়া দলিত মতঙ্গজ চক্রবাকীর ন্যায় একাকিনী
কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে শকুন্তলা কিয়ৎকাল অতিবাহন করিলেন
দিবানিশি বিমর্ষ থাকিতেন সমবয়সিনী ঋষি নন্দি
নী গণের সহিত আর হাস্য পরিহাস করিতেন না,
আশ্রমের নবীন বৃক্ষ সকলে জলসেচন করিতে আর
ঔৎসুক্যবতী ছিলেন না শুদ্ধ কেবল সখিদিগের
উপরোধে [illegible] নিয়োগ সম্পাদনার্থে করিতেন। যে
সকল স্থানে তিনি বাল্যাবস্থায় নির্বিকার চিত্তে সম-
বয়স্কাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন সেই সকল স্থান
তাঁহার পক্ষে নূতনতর বোধ হইল বিশেষতঃ যে
মালিনী তটে [illegible] ভ্রমণ করিয়া শীতল সুগন্ধ

সুগন্ধপ্রাণের মন্দ২ সঞ্চারে তাঁহার হৃৎপদ্ম প্রফুল্ল হইত যে পুষ্পবাটিকাতে প্রিয় সঙ্গে বাসকরিয়া রসালরসপ্রমত্ত কোকিল কুলের কলরবে; পুষ্প পুলীন ভ্রমরাবলির মধুস্বরে সুধানিধির প্রসন্নতায়; বিপুল সুখানুভব করিতেন সেই নিকুঞ্জ তীর ও সেই কেলি কানন পতি বিরহে তাহার পক্ষে বিষম ক্লেশকর হইয়া উঠিল। যখন সুরভিকাল সমাগত হইলে বসুমতী প্রচণ্ড চণ্ডাংশুকরতাপিতা হইত এবং সংযোগি গণ উশীরাবৃত গবাক্ষসমূহশোভিত সুশীতলসৌধসঙ্গে বাস করিয়া পতনু বসনা চন্দন রসাভিষিক্তপয়োধরা সুমেখলা নিতম্বা সৌরভা প্রমদাগণের সহিত নিদাঘ শান্তি করিত তখন তিনি অসহ্যাগ্নিসহ হুতাশনে দগ্ধা হইয়া বিষম রূপে জ্বালাতন হইতেন। যখন জলদ পটল আকাশ মণ্ডলে কাদম্বিনী বিরাজমানা হইত এবং প্রফুল্ল কেতকীপুষ্পের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইত তখন তিনি মেঘনাদানুলাসিনী শিখণ্ডিনীকে উল্লাসবতী দেখিয়া প্রিয়বিয়োগপর্য্যুৎসুকা হইতেন। যখন শরৎকালে সমুপস্থিত হইলে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ; সপ্তপর্ণ প্রভৃতি তরুগণ; কুমুদাদি জল পুষ্প সমূহ; অধিকতর শোভাশালী হইত তখন তিনি প্রিয়তমের শরচ্ছুধাংশুবদনভাবনা করিয়া

দিবাবিভাবরী যাপন করিতেন যখন হেমন্তকাল আ-
গত হইলে প্রাণিসমূহ নিরুদ্যম হইত এবং জায়াপতি
স্বচ্ছ প্রসঙ্গে নিশীথিনী যাপন করিত তখন তিনি
পতিচিন্তা সারকরিয়া বিষণ্ণবদনে কাল হরণ করিতেন
যখন শিশিরাগমে পদার্থ মাত্রেই শোভাহীন হইত
তখন তিনি শিশির মথিতা কমলিনীর ন্যায় শোচ-
নীয়া হইয়া কাল যাপন করিতেন। যখন ঋতুরাজ
বসন্ত সমাগমে স্বভাব নবভাব ধারণ করিত এবং
মলয়াচল সমীরণে জগৎ সংসার প্রফুল্ল হইত তখন
তিনি পতিবিপ্রয়োগানলদহ্যমানা হইয়া চতু-
র্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেন।

এক দিবস শকুন্তলা উটজদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া
অনন্য চিত্তে পতিচিন্তা করিতেছেন। অনসূয়া ও প্রি-
য়ম্বদা সন্নিহিত পুষ্পবনে পুষ্পচয়ন করিতেছে। এম-
ত সময়ে সাক্ষাৎ অগ্ন্যতেজা দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া আ-
তিথ্য সৎকার যাচ্ঞা করিলেন। শকুন্তলা অন্য মনস্ক
ছিলেন এই নিমিত্ত মহর্ষির প্রার্থনা তাঁহার কর্ণকুহরে
প্রবিষ্ট হইল না মুনিবর অবমাননা বোধে তৎক্ষণাৎ
অভিশাপ করিলেন যে তুমি নিতান্ত অভিনিবেশ পূ-
র্ব্বক যাহার চিন্তা করত মাদৃশ তেজঃপুঞ্জ অতিথিকে

হয়জ্ঞানাকরিলে সে ব্যক্তি চেষ্টিত হইয়াও তোমা-
কে স্মরণ করিবে না।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা পুষ্পোদ্যান হইতে শাপ-
বাক্য আকর্ণন করিয়া প্রিয়সখির ভাবি অমঙ্গল শ-
ঙ্কায় ভীত হইলেন। অনসূয়া দুর্ব্বাসার সম্মুখে ধাবন
করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ করযুগলে শকুন্তলার বৃত্তান্ত পূর্ব্বা-
পর সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন মুনিবর প্রিয়সখি
আপনাকে অবজ্ঞা করেন নাই কেবল অনবধানতা
প্রযুক্তই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। মুনিরাজ শান্তমূর্ত্তি
হইয়া কহিলেন আমি যাহা কহিয়াছি তাহার অন্য-
থা হইতে পারেনা। তবে এই মাত্র অনুগ্রহ করিতেছি
যে শকুন্তলা যদি রাজদত্ত কোন চিহ্ন দেখাইতেপারে
তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতি পথারূঢ়া হইতে পারি-
বেন।

দুর্ব্বাসাঃ তপোবন হইতে প্রস্থান করিলে অনসূয়া
প্রিয়ম্বদাকে কহিলেনঃ সখি শকুন্তলা একে স্বভাবতঃ
প্রকৃতি কোমলা তাহাতে পতিবিরহে নিতান্ত কাতরা
অতএব এই সকল বিবরণ তাঁহার কর্ণ গোচর করা
অবিধেয় এক্ষণে গোপনে রাখা যাউক পরে বিধাতা
যাহা করেন তাহাই হইবে প্রিয়ম্বদা কহিলেন ইহা
নিতান্ত শোকের বিষয় নহে যে হেতুক রাজা স্বহস্ত

যৎকালে আমাদিগের ধর্ম্মকানন হইতে প্রস্থান করেন তখন রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে একটি স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে ২ তাঁহারা পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শকুন্তলা বামকরতলে বদন অর্পণ করিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীনা হইয়া রহিয়াছেন ইহাতে করুণার্দ্রা হইয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়সখি তুমি সর্ব্বদা চিন্তা কর কেন রাজা অচিরাৎই তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্তে লোক প্রেরণ করিবেন। তিনি তোমার প্রকার অনুরাগ দর্শাইয়াছেন তাহাতে এত অল্পদিনের মধ্যে বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝি কোন গুরুতর কার্য্যাপরোধে বিলম্ব হইতেছে। শকুন্তলা তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বিনী হইলেন এবং প্রতিবচন প্রদানে অসমর্থা হইয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া [illegible] প্রকাশ করিলেন।

পরে কুলপতি কণ্বমুনি সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া দুহিতার পরিণয় বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাত হইলেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বৈরক্তি প্রকাশ না করিয়া কহিলেন বৎসে যাহা করিয়াছ তাহাকে

আমি সন্তুষ্ট হইলাম যে শকুন্তলা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল বরসাধন করা পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষতঃ রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত সুধীর ও নীতি পরায়ণ। তাঁহার সুবিচারে প্রজাবর্গ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট। তাঁহার অধিকারে বাস করিয়া আমরা নিরুপদ্রবে যজ্ঞাদি সমাপন করিয়া থাকি। অতএব তাদৃশ মহাজনের প্রিয়পাত্র হওয়া কন্যার পক্ষে শুভাদৃষ্টের ফল কহিতে হইবেক।

ক্রমেং বহুকাল অতীত হইল। রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার নিকট বার্ত্তা মাত্র প্রেরণ করিলেন না। শকুন্তলা পূর্ব্বে অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছিলেন অবার প্রসব কাল সন্নিকট হইল মুনি তনয়াকে দোহদলক্ষণা ও অহোরাত্র বিরস বদনা দেখিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন যে বিবাহিতা কন্যা পিতৃসদনে রাখা অবিধেয়; তাহাতে লোকাপবাদ ও কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্বাতন্ত্র্য; পিত্রালয়ে বাস; যাত্রা অথবা উৎসবাদিতে গমন; পতির বিদেশ বাস প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশের মূল অতএব কন্যা বয়ঃস্থা হইলে তাহাকে পতি ভবনে প্রেরণ করা যুক্তি সিদ্ধ।

যে পিতা মাতা তরুণী তনয়াকে পরিণীতা না করেন অথবা পতি বিরহ কাতরা দুহিতাকে পতিনিকেতনে প্রেরণ না করেন তাঁহারা প্রাক্তন ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন দোষে পরিণামে নিরয়গামী হন।

এই সকল বিবেচনা করিয়া কণ্বমহর্ষি আপনার বর্ষীয়সী গৌতমী এবং শারঙ্গরব ও সারদ্বত নামা দুইজন শিষ্যকে আদেশ করিলেন তোমরা শকুন্তলাকে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিবেঃ আপনি তপোকাননে আমাদিগের গুরুকন্যাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন অধুনা তাঁহাকে সহধর্ম্মচারিণী করুনঃ। সারঙ্গরব ও সারদ্বত অধ্যাপকের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গমনের সজ্জাদি করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা যে প্রিয়তমের বিয়োগানলে নিরন্তর সন্তপ্তা ছিলেন; তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলন আশায় যদিও হৃষ্টচিত্তা হইলেন; তথাপি যে সকল সমবয়স্কা তাপসাঙ্গনাগণের সহিত তাঁহার শৈশবাবধি অকপট সৌহার্দ জন্মিয়াছিল; এবং যাহাদিগের অনুগতা হইয়া স্রোতস্বতীতীরে সৈকতবেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া

বাল্যক্রীড়া করিতেন; তাঁহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিতা হইলেন।

পরে একে২ অরণ্যবাসিনী ঋষিকামিনীগণের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। তাহাতে তাঁহারা কেহ রাজার হৃদয়ে সতত বিরাজমানা হও; কেহ সর্ব্বগুণাকর তনয়জননী হও; এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং কণ্বমুনি যদিও ইহলোকের বিনশ্বর পদার্থমাত্রেই বিগতস্পৃহ ছিলেন; তথাপি জনকজননী পরিত্যক্তা শকুন্তলাকে এত কালপর্য্যন্ত কন্যাভাবে লালন পালন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বাৎসল্য রসের আবির্ভাব হইয়াছিল।

একারণ তিনি তাঁহাকে পতিসমীপে গমনোদ্যতা দেখিয়া নানা প্রকার খেদ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রাননা হইয়া মুনি চরণে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, যযাতি রাজার শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী পত্নী যেমন প্রেয়সী হইয়াছিলেন তদ্রূপ তুমি ও পতির প্রীতিভাজন হইয়া এক রাজরাজেশ্বর পুত্র প্রসব কর।

অনন্তর শকুন্তলা ক্ষৌমাংশুক পরিধানা ও অলঙ্কৃতা হইয়া মুনিশিষ্য সমভিব্যাহারে হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা রোদন করিতে

করিতে দূর্ব্বাদল ও তীর্থ মৃত্তিকাদ্বারা প্রিয়সখীর মঙ্গল সমাধান বিধান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। মুনিবরও স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন এবং অশ্রুময় বৃক্ষশ্রেণী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে তরুগণ যিনি তোমাদিগের আলবাল পরিপূরণ না করিয়া কদাপি জলগ্রহণ করিতেন না; যিনি তোমাদিগের প্রতি স্নেহাতিশয় প্রযুক্ত কর্ণপূরার্থে কিসলয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না; এবং তোমাদিগের পুষ্পোদ্গম সময়ে সর্ব্বাগ্রে যাহার উৎসব হইত। সেই শকুন্তলা অদ্য তপোবন পরিত্যাগ করিয়া স্বামিসদনে গমন করিতেছেন; তোমরা সকলে অনুমতি কর।

এই রূপে সকলে বিদায়মান হইয়া কতকদূর গমন করিয়া এক সরসীতীরে উপনীত হইলেন; এবং তথায় এক ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কণ্বমুনি শার্ঙ্গরবকে কহিলেন বৎস তুমি শকুন্তলাকে রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া এই কথা বলিবে যে তপস্যা মাত্র আমাদের ধন; আর আপনি অতিসদ্বংশজাত; এবং আপনার প্রতি শকুন্তলার নৈসর্গিকী প্রণয় প্রবৃত্তি হইয়াছিল এই সকল বিবেচনা করিয়া অন্যান্য স্ত্রীর প্রতি যাদৃশ অনুরাগ করে

ইহার পতিও তাদৃশ কৃপাপাত্র করিবেন। অতঃপর দৈববশতঃ যে অশুভ ঘটে তাহা সুহৃদ্গণের প্রার্থনীয় নহে। এবং শকুন্তলাকে কহিলেন; বৎসে আমার উপদেশ শ্রবণ কর। গুরুজনের শুশ্রূষা করিবে সপত্নীগণের সহিত ঈর্ষ্যা ও কলহ করিবে না; স্বামী কোন কারণ বশতঃ প্রতিকূল হইলেও অভিমানিনী হইবে না। এ প্রকার সদ্ব্যবহার করিলে কুলবধূগণ কুললক্ষ্মী রূপে গণনীয়া হয়। এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কণ্বমুনি নয়ননীরে অভিষিক্ত হইয়া তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন শকুন্তলা কহিলেন তাত আমি আপনকার অঙ্কচ্যুতা হইয়া মলয়মহীধর হইতে উন্মূলিত চন্দনলতার ন্যায় দেশান্তরে কি প্রকারে প্রাণধারণ করিব। মুনিবর কহিলেন বৎসে আকুলা হইও না, তুমি ভর্ত্তার আলয়ে গমন করিয়া তথায় সৎপরিজন বেষ্টিতা হইয়া কাল যাপন করিবে ও বিবিধ বিভবান্বিত নরেশ্বরের প্রিয়মহিষী হইয়া সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিবে; এবং কালক্রমে তরুণ অরুণের ন্যায় তেজস্বান এক তনয় প্রসব করিয়া আমার বিরহজনিত শোক বিস্মৃত হইবে।

তদনন্তর শকুন্তলা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রিয়সখীকে

সম্ভাষ করিয়া কহিল; প্রিয়সখি আমরা আজন্ম কাল তোমার সহিত একত্র বাস করিলাম তুমি শৈশবাবধি আমাদিগের সহিত একত্র শয়ন; একত্র উপবেশন; ও একত্র বৃক্ষসেচন করিতে। সখি তুমি কি সেই কাল একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ যখন আমরা অন্যান্য ঋষিনন্দিনী গণের সহিত একত্র হইয়া মালিনী তীরে কন্দকলীলা করিতাম এবং কৃত্রিম প্রতিমা নির্মাণ করিয়া নানা প্রকার কৌতুকে কাল হরণ করিতাম। দেখ তোমার অন্যত্র গমনে আকুলা কুরঙ্গী কুশকবল উদ্গার করিতেছে ময়ূরী আকুল হইয়াছে এবং বনলতা সকল গলিত পত্র পরিত্যাগ ছলে তনুত্যাগ করিতেছে। যাহা হউক; এক্ষণে এই মাত্র অভিলাষ করি যে স্বামীর প্রিয়পাত্র হও; কিন্তু যদি দৈবাধীন মহারাজ তোমাকে সহসা চিনিতে না পারেন তবে রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখাইবে; তাহা হইলেই তিনি তোমাকে চিনিতে পারিবেন॥ শকুন্তলা কহিলেন সখি এই কথায় আমার অন্তঃকরণ সংশয়াপন্ন হইল; তোমাদের এই কথা কহিবার তাৎপর্য্য কি। সখীদ্বয় কহিল ইহাতে কোন বিরুদ্ধতার নাই স্নেহ প্রযুক্ত সন্দেহ মাত্র।

এই প্রকার কথোপকথন কালে শারঙ্গরব কহিলেন

উপাধ্যায় বেলা হইয়া উঠিল অতএব আপনারা এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুণ। শকুন্তলা পুনর্ব্বার পিতৃ চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন। তাত আপনি তপোবন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া বীতচিন্ত হইবেন কিন্তু আমি সতত উদ্বিগ্নচিত্তা থাকিব। মুনিবর কহিলেন বৎসে আমি উটজদ্বারে তোমার দ্বারা রচিত নীবারবলি নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সমর্থ হইব না। শকুন্তলা কহিলেন আমি কত কাল পরে এই তপোবনে পুনরাগমন করিব। মুনিরাজ নয়নবারি নিবারণে অসমর্থ হইয়া উত্তর করিলেন। বৎসে তুমি আসমুদ্র করগ্রাহী বসুধাধিপতির সহধর্ম্মিণী হইয়া যথাকালে দুষ্মন্ত রাজার সদৃশ এক সর্ব্বগুণোপেত কুমার প্রসব করিয়া তাহাকে রাজ্যভারাপর্ণ করিয়া পশ্চাৎ নিশ্চিন্ত স্বামি সঙ্গে পুনর্ব্বার এই আশ্রমে আগমন করিবে। সম্প্রতি শুভযাত্রা কর। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ। ইহা বলিয়া সকলে স্ব২ উদ্দেশ্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

শারঙ্গরব সারদ্বত এবং গৌতমী শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কতিপয় দিবসগমন করিয়া হস্তিনা নগরে উপনীত হইলেন। এবং শক্রাবতার নামক প্রসিদ্ধ স্থানে শচীতীর্থের সুস্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন

করিলেন স্নানকালে। শকুন্তলার অঙ্গুলি হইতে রাজদত্ত অঙ্গুরীয়ক পরিভ্রষ্ট হইয়া অগাধ নীরে পতিত হইল। তিনি প্রাণনাথের সহমিলন আশায় নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তা ছিলেন একারণ তাঁহার সকল দুঃখের মূল স্বরূপ ঐ ঘটনাতে অনবধানা ছিলেন।

অনন্তর স্নান পূজা সমাপন করিয়া সকলে একত্র হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে কহিল আমার কণ্বমুনির আদেশানুসারে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। রাজার নিকট কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে। অতএব তাঁহাকে সমাচার দেও।

দৌবারিক রাজসমীপে নিবেদন করিল যে মহারাজ হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকারণ্যবাসি তপস্বিগণ কণ্বমুনির সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্ত্রী সমভিব্যাহারে আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। অতএব যাহা আজ্ঞা হয়। রাজা সস্ত্রীক কণ্ব শিষ্যগণের আগমন সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে পুরোহিতকে কহ তিনি ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইসেন আমিও উপযুক্ত স্থানে গমন করিতেছি। দৌবারিক যথোক্ত

প্রকারে আজ্ঞাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলে রাজা নির্দ্ধারিত স্থানে গমন করিয়া মুনিগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ঋষিনন্দিনীগণের আগমনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বেত্রবতী নাম্নী সমীপবর্ত্তিনী পরিচারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বেত্রবতী ভগবান কণ্ব কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে শিষ্যগণকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কোন দুরাচার রাক্ষস আসিয়া কি তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করিতেছে অথবা আশ্রম নিবাসিগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। বেত্রবতী কহিল আপনকার ভুজদণ্ড প্রতাপে সকলেই সশঙ্ক। এমৎ কেহ নাই যে তাহারদের প্রতি কোন অন্যায়াচরণ করে। অতএব অভি প্রায় করি যে তাপসগণ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকিবেন।

অবনীনাথ এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন এমৎ সময়ে পুরোহিত ও কঞ্চুকীর সহিত শকুন্তলা ও তাঁহার সহচরগণ তথায় উপস্থিত হইল। তৎকালে শকুন্তলার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দমান হইল। তিনি ভীতা হইয়া গৌতমীকে জানাইলেন। গৌতমী প্রিয়বচনে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন বৎসে তোমার অমঙ্গল নিরাকৃত হইয়া সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। পরে সকলে

একত্র হইয়া রাজসম্মুখে সমুপাগত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বহুমান পুরঃসর কুশাসনে উপবেশন করাইলেন এবং শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া দ্বারপাল-কে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তপোধনগণের মধ্যে এই অবগুণ্ঠনসংবীতা ঈষৎ প্রকাশিত লাবণ্যা অঙ্গনা কে? দৌবারিক কহিল মহারাজ এই নারী দর্শন যোগ্য বটে। রাজা কহিলেন পরস্ত্রী সুন্দরী হইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা বিধেয় নহে।

অনন্তর রাজপুরোহিত কহিলেন মহারাজ ঋষিদের কিছু বক্তব্য আছে মহারাজের শ্রবণীয় বটে। রাজা কহিলেন কি আছে বলুন আমি অবহিত হইলাম। রাজার অনুমতি পাইয়া শার্ঙ্গরব অগ্রসর হইয়া আশীর্বাদ করিলেন। তিনি এই [illegible] [illegible] উদ্ভিজ্জরূপ ত্রিবিধ প্রাণিময়ী পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া সকল প্রাণিকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন। যাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া দিবাকর সপ্তাশ্বযোজিত রথ আরোহণ করিয়া নিরূপিত সময়ে গগনমার্গে ভ্রমণ করেন। যাঁহার আদেশানুসারে নিশাকালে অসংখ্য জ্যোতির্ময় নক্ষত্র নভোমণ্ডলে বিরাজমান হইয়া স্ব স্ব নিয়োজিত কর্তব্য সম্পন্ন করে। বিয়চ্চারি বিহঙ্গমগণ উড্ডীয়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যাঁহা

প্রশংসা প্রচার করে। যাঁহার অসীম মহিমা ও অদ্ভুত কৌশল এই জগতের প্রত্যেক অংশেই দেদীপ্যমান আছে। যোগিগণ যোগাসনে অধ্যাসীন হইয়া নিশ্চিন্তমনে যাঁহার ধ্যান করে। যাঁহার কল্যাণকর নিয়মের অনুযায়ী গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্তপ্রভৃতি ঋতুগণ পর্য্যায়ক্রমে ধরাতলে আবির্ভূত হয়। সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিরাকার নিরঞ্জন পরমেশ্বর আপনাকে চিরবিজয়ী করুন। সম্প্রতি আমাদিগের আচার্য্য ভগবান্ কণ্বমুনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে আপনি তাঁহার তনয়াকে প্রচ্ছন্নভাবে বিবাহ করিয়াছেন তাহাতে তিনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব অধুনা সেই গর্ভভারমন্থরা ধর্ম্মপত্নীকে সহধর্ম্মাচরণার্থে গ্রহণ করুন। গৌতমী কহিলেন মহারাজ ইনিও গুরুজনের অনুমতি অপেক্ষা করেন নাই এবং আপনিও বন্ধুবর্গের পরামর্শ অপেক্ষা করেন নাই অতএব আপনাদের পরস্পর চরিত্র বিষয়ে আপনারাই প্রমাণ।

রাজা যে শকুন্তলাকে ধর্ম্মারণ্যে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিছুমাত্র স্মরণ ছিল না; অতএব শার্ঙ্গরব ও গৌতমীর ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে বিস্মিত

হইয়া কহিলেন; তোমরা কি কহিতেছ? তোমাদের এই সকল কথা অলীক গল্পের ন্যায় বোধ হইতেছে। শকুন্তলা মনে২ কহিলেন হা ধিক। রাজার বদনভঙ্গিদ্বারা বোধ হইতেছে ইনি আমাকে ঘৃণা করিতেছেন। শারঙ্গরব কহিলেন কি? আমাদের কথা আপনার উপন্যাস বোধ হইল কিন্তু আপনিই ইহার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন। যাহা হউক কুলকামিনী যদিও পতিব্রতা হয় তথাপি পিতৃমন্দিরে বাস করিলে লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা; এই নিমিত্তে বন্ধুজনেরা তাহাকে পতিসমীপবর্ত্তিনী করেন। রাজা কহিলেন কি আমি এই কন্যাকে পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি। শকুন্তলা এই বাক্যে নিতান্ত শঙ্কাকুলা হইয়া মনে করিলেন হে বিধাতঃ তোমার মনে এই ছিল। মনোমধ্যে যে আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাই ঘটিল। কিন্তু তুমি অন্তর্যামী যদি আমি যথার্থ সতী হই তবে এই কথার নিমিত্তে রাজাকে অনুতাপ করিতে হইবেক। শারঙ্গরব কহিলেন প্রথমে কোন কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি অনাদর করা রাজার উচিত কর্ম্ম নহে। রাজা বলিলেন আপনি কি নিমিত্তে আমার প্রতি এই স্বকপোলকল্পিত দোষারোপ করিতেছেন। শারঙ্গরব ক্রোধভাবে উত্তর করিলেন।

ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত মানবগণের প্রায় এই সকল বিকার
হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন আপনার অনর্থক কষ্ট
করিবার প্রয়োগে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।
উভয়ে এই প্রকার বাগ্বিতণ্ডা কালে গৌতমী কহি-
লেন বৎসে লজ্জিতা হইও না আমি তোমার অবগুণ্ঠন
উত্তোলন করি তাহা হইলেই রাজা তোমাকে চিনি-
তে পারিবেন। গৌতমী অবগুণ্ঠন খুলিলে রাজা শকু-
ন্তলার মনোহর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া মনে চিন্তা
করিতে লাগিলেন। আমি ইঁহাকে পূর্ব্বে বিবাহ
করিয়াছি কিনা তাহা স্মরণ হইতেছে না কিন্তু যেমন
ভ্রমর প্রভাতকালে শিশিরাবৃত বিকসিত কুন্দপু-
ষ্পের মধু পান করিতেও পারে না; পরিত্যাগ
করিতেও পারে না, তাদৃশ এই প্রকার পঙ্কজমুখী
লজ্জাময়ী ললনাকে গ্রহণ করিতেও পারিলেন না
পরিত্যাগ করিতেও পারিলেন না। রাজা মৌনভাবে এই-
রূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে শার্ঙ্গরব কহি-
লেন মহারাজ ইঁহার বিষয় কি আপনার স্মৃতি নষ্ট
হইল। রাজা বলিলেন আমি মনোমধ্যে নানা প্রকার
আলোচনা করিয়াও কোনকালে ইঁহার পাণি গ্রহণ
করিয়াছি তাহা স্মরণ হয় না; অতএব এই অভিব্যক্ত
গর্ভলক্ষণা অঙ্গনাকে ভার্য্যাভাবে গ্রহণ করিয়া অভিস

কুলে কলঙ্ক করিতে পারি না। শার্ঙ্গরব উত্তর করিলেন। মহারাজ কণ্ব ঋষি আপনার বস্তু আপনাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব ইহাকে গ্রহণ না করিলে মহর্ষিকে অবজ্ঞা করা হয়। শারদ্বত কহিলেন শার্ঙ্গরব আর বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই; আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা বলা হইয়াছে এক্ষণে শকুন্তলে প্রতিবচন প্রদান কর।

শকুন্তলা মৌনভাবে নৃপতির নিষ্ঠুর বাক্য আকর্ণন করিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন যে রাজা যে সকল কথা কহিলেন ইহাতে আর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিলে কি ফল হইবে। তথাপি আপনাকে বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্তে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। এইনিমিত্তে প্রথমে হে স্বামিন্ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে যাহার পরিণয় বিষয়েই সন্দেহ হইল তাহার প্রতি এই সমুদাচার অযুক্ত অতএব পুনর্ব্বার কহিলেন হে পৌরব আপনি কি সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছেন; পূর্ব্বকালে আপনি অরণ্যে পর্য্যটন করিতেং আমাদিগের তপোবনে গমন করিয়াছিলেন তখন যে আপনার শুশ্রূষা করিয়াছিল। যাহার মুখা[illegible]ন করিয়া আপনি প্রণয়নীরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন যাহার নিকট পুণ্যক্ষেত্রে শপথ করিয়াছিলেন যে

তোমার প্রণয় কদাপি বিস্মৃত হইব না। এবং আপনি প্রত্যাগমন কালে যাহাকে আশ্বাস দানে নিশ্চয় করিয়া কহিয়াছিলেন যে আমি অবিলম্বে তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিব। এক্ষণে লোকসমাজে তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়া কি আপনি প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইবেন।

রাজা এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা শ্রবণবিবর আচ্ছাদিত করিয়া উত্তর করিলেন তুমি কিনিমিত্তে আমাকে চাতুরী দ্বারা ভ্রান্ত ও পতিত করিতে চেষ্টা করিতেছ আমি তোমাকে কদাপি স্পর্শ করি নাই এবং তপোবনে তোমার নিকট প্রণয় প্রসঙ্গ করি নাই। শকুন্তলা কহিলেন যদি নিতান্ত আ-মাকে অস্বীকার করেন তবে আপনার দত্ত কোন চিহ্ন দ্বারা আপনকার সংশয়াপনোদন করিতেছি। এই বলিয়া আপনার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মো-চন করিতে ব্যগ্র হইয়া মুদ্রাস্থানে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে অঙ্গুরীয়ক নাই এবং শোকে বিহ্বল হইয়া ও অশ্রুপূর্ণমুখী হইয়া গৌতমীর মুখ নিরীক্ষণ ক-রিতে লাগিলেন গৌতমী কহিলেন বুঝি শক্রাব-তারে শচীতীর্থের সলিল বন্দনা কালে পরিভ্রষ্ট

হইয়া থাকিবেক। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন এ
কেবল স্ত্রীজাতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মাত্র।

শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ উপহাস করিও না
বিধাতা আমার প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল এই নিমিত্তে
এই সকল ঘটিয়াছে। এক দিবস মালিনীতীর সন্নি-
হিত বেতসলতামণ্ডপে আমরা উপবিষ্ট ছিলাম তৎ-
কালে এক পিপাসাকুল কুরঙ্গশাবক তথায় উপস্থিত
হইলে আপনি কৃপা করিয়া করস্থিত পদ্মপত্রপুট হ-
ইতে তাহাকে জল পান করাইতে চেষ্টা করিলেন।
কিন্তু আপনি অপরিচিত বলিয়া সে জলপান করিল
না। পরে আমার হস্ত হইতে অনায়াসে পান করিল।
তাহাতে আপনি কৌতুক করিয়া কহিলেন [illegible]
স্বজনকে বিশ্বাস করে যেহেতুক তোমরা উভয়েই এক
অরণ্যে বাস কর। রাজা কহিলেন আহা! বামনয়না-
গণ এই প্রকার স্বকার্য্য সাধক মধুর বচন [illegible] লো-
কের চিত্তাকর্ষণ করে। গৌতমী কহিলেন মহারাজ
এমত অসঙ্গত কথা কহা উচিত নহে। যাহারা তপো-
বনে বাস করে তাহারা ছল চাতুরীতে অনভিজ্ঞ।
রাজা কহিলেন হে তাপসবৃদ্ধে শুন কোকিলেরা
অপত্যসমূহের অন্তরীক্ষগমনের পূর্ব্বে অন্য পক্ষি-
দ্বারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করে। অতএব পরি-

বোধবতী প্রতীপ দর্শিনীগণের স্বভাবতঃ কুহকবিষয়ে
পণ্ডিতা হইবার আশ্চর্য্য কি। শকুন্তলা রোষবতী
হইয়া উত্তর করিলেন তুমি আপনার ব্যবহার দ্বারা
সকলের আন্তরীকভাব লক্ষ করিতেছ তোমার ন্যায়
তৃণাচ্ছন্ন কূপোপম ধর্ম্মকঞ্চুক কপটোপদেশী কে আছে।
রাজা কহিলেন দুষ্মন্ত রাজার চরিত্র প্রজাবর্গ সমীপে
প্রথিত আছে তুমি অকারণে দোষারোপ করিলে
আমার কি ক্ষতি হইবে। শকুন্তলা কহিলেন লোকে-
সর্ব্বাধর্ম্মের বৃত্তান্ত তোমরাই জ্ঞাত আছ; কিন্তু আ-
ত্মজ্ঞান বিহীন বনিতা গণ তাহার কি জানিবে।
যাহা হউক এক্ষণে স্বৈরকর্ম্ম সাধিনী হইয়া তোমার
নিকট পণ্যাঙ্গনারূপে গণিতা হইলাম মহারাজ এ
তোমার কেমন ধর্ম্ম যে পতিপ্রাণা কুলবতীকে বিনা
দোষে পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে যে অ-
বলা কুলবালা বহুদোষশালিনী হইলেও ক্ষন্তব্যা।
তুমি রাজ্যেশ্বর তুমি যাহা কর তাহাই শোভা পায়।
মনে করিয়াছ কেহ দমনকর্ত্তা নাই। কিন্তু চরাচর-
ব্যাপী পরমেশ্বর সকল দর্শন করিতেছেন তিনি যথা-
র্থ বিচার করিবেন। যদি আমি কোন অপরাধে
অপরাধিনী হইয়া থাকি তবে তদনুসারে দণ্ডবিধান
করিবেন। হে অবনীপাল বিবাহিতা ভার্য্যাকে পরি-
ত্যাগ করিলে অনেক বিপদ ঘটে। দেখ ইক্ষ্বাকু-

বংশোদ্ভব কৌশল্যানন্দন শ্রীরামচন্দ্র স্বকীয় প্রণ-
য়িণী জনকরাজনন্দিনীকে অকারণে বনবাস দিয়া-
ছিলেন এবং পশ্চাৎ নানা দিগ্দেশ হইতে আগত
নৃপতিগণের সমক্ষে পরীক্ষা চাহিয়াছিলেন কিন্তু
পতিপ্রাণা সতী সেই অপমান সহ্য করিতে না পারি-
য়া যে প্রসূতী বসুমতীর গর্ভে প্রবেশ করিলে তিনি
শোকে উন্মত্ত হইয়া সরযূনীরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মাবতার কিঞ্চিৎ বিবেচ-
না করিয়া দেখ যে ভার্য্যা হইতে উত্তম বস্তু জগতে
অন্য সংসারে নাই। ভার্য্যাবান ব্যক্তি অন্ন বস্ত্রে
দুঃখী কাঙ্গালী হইলেও তাহার অবস্থা চারিধারে সমৃদ্ধ
পরিবৃত অট্টালিকাবাসী ভার্য্যাবিহীন নৃপতির অ-
বস্থা অপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট। মানবগণ স্ব স্ব পরিবার
পোষণের নিমিত্তে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া দিবা-
বসান সময়ে গৃহাগত হইয়া প্রিয়বাদিনী প্রেয়সীর
বদন সুধাকর নিরীক্ষণ করিয়া সকল ক্লেশ বিস্মরণ
করে। ভার্য্যার প্রতি স্নেহ ও প্রেম স্বভাব সিদ্ধ। যেহে-
তুক পশু পক্ষ্যাদি বিবেকবিহীন জীবগণও আপন
আপন প্রণয়িনীর প্রতি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। যথা
ভ্রমরগণ পুষ্পসময়ে প্রিয়া সঙ্গে পুষ্পকপাত্রে মধু-
পান করে। রথাঙ্গ নামা বিহঙ্গম অম্ভোপভুক্ত মৃণা-
লের দ্বারা জায়ার সন্তোষ উৎপন্ন করে। কপোত-
কুল কপোতিকাগণকে পরিক্রম [illegible]

জ্ঞান। শারদ্বত কহিলেন তুমি কি নিমিত্তে আমা-
দিগের সহিত গমন করিতেছ, যদি রাজা যাহা কহি-
লেন তাহা যথার্থ হয় তবে তুমি অসতী; তোমাতে
আমাদিগের প্রয়োজন কি; এবং যদি আপনার শুদ্ধি
অবগত আছ তবে স্বামিগৃহে তোমার দাসীর ন্যায় অব-
স্থান ও শ্রেয়স্কর। রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন হে তপ-
স্বীগণ, যাঁহারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বিষয়ে যত্নবান তাঁহা-
দিগের পরস্ত্রীয়া সঙ্গ পরাঙ্মুখ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ।
শারদ্বত উত্তর করিলেন যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু তাঁহার
[illegible] বিস্মৃত হইয়া দারপরিত্যাগ করা
উচিত নহে। রাজা কহিলেন ভাল আপনি শাস্ত্রজ্ঞ;
বিবেচনা করুন আমি বিস্মৃত হইয়াছি কি ইনি মিথ্যা
কহিতেছেন এমত সংশয় স্থলে দারত্যাগী হইব কি
পরস্ত্রী স্পর্শ পাতকী হইব।

এই প্রকার কথোপকথনের পর রাজপুরোহিত
বিবেচনা করিয়া কহিলেন মহারাজ এই অঙ্গনা প্রস-
বকাল পর্য্যন্ত আমার আলয়ে অবস্থান করুন যে
হেতুক আপনারপ্রতি পূর্ব্বে দেবগণের আদেশ হই-
য়াছিল যে প্রথম তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত
হইবে অতএব মুনিদৌহিত্র যদি তাদৃশ হয় তবে
মঙ্গলাচরণ করিয়া ইহাঁকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাই-
বেন নতুবা ইহাঁর পিত্রালয়ে গমনই স্থিরীকৃত আছে।
রাজা কহিলেন আপনাদিগের যাহা বিবেচনা হয় তাহা করুন

আশ্চর্য্য ঘটনা ক্রমে দুর্ব্বাসার শাপ [illegible] হও-
য়াতে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পুন [illegible] স্মরণ করি-
য়াছিলেন। তাহার বিবরণ এই।

এক দিবস রাজা দুষ্মন্ত সভাসদগণ বেষ্টিত ও রত্ন

---

* এই পুত্রের নাম ভরত তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত নৃপতি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে এই দেশকে অদ্যাবধি ভারতবর্ষ কহা যায়।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করিতেছেন এমত সময়ে নগর পাল আসিয়া আবেদন করিল। মহারাজ অদ্য [illegible] জানুক ও সূচিক নামক দুইজন রক্ষক সমভি- ব্যাহারে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছি দেখিলাম যে এক ব্যক্তি একটি মহামূল্য অঙ্গুরীয় মুদ্রা লইয়া বণিকের বিপণিতে বিক্রয় করিতে যাইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে চোরজ্ঞানে বন্ধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুই এই মহানরত্নাকর উৎকীর্ণ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইলি?? সে সভয়ে উত্তর করিল?? আমি শক্রাবতারবাসী ধীবর। প্রত্যহ জাল বড়িশ প্রভৃতি উপায় দ্বারা মৎস্য বন্ধন করিয়া পুত্রকলত্রাদির ভরণ পোষণ করি। দৈবাৎ এক দিবস একটি রোহিত মৎস্য পাইয়াছিলাম এবং তাহা খণ্ড২ করিয়া তদীয় উদর মধ্যে এই অঙ্গুরীয়ক পাইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছি। এক্ষণে ত্রাণই কর অথবা বধ কর?? তা-

কুলকামিনীকে অনায়াসে অস্বীকার করিলাম আহা! সেই সুন্দরী কতই কি মনে করিতেছে। আমার এই অপরাধ অমার্জনীয় হইল। ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পরকাল নষ্ট করিলাম। এক্ষণে তাহার তত্ত্ব কোথায় পাইব।

নরপাল এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে২ কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যানুশীলনে একবারে বিরত হইলেন। মহামূল্য পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন; যথাকালে প্রাণধারণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ২ নীরস ও নিকৃষ্ট দ্রব্য আহার করিতেন এবং অহোরাত্র কেবল দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে শকুন্তলার নাম উচ্চারণ করিতেন।

ক্রমশঃ দুই তিন বৎসর নির্গত হইল। এক দিবস অবনীনাথ প্রমদকাননে বিদূষকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এমৎসময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। রাজা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলি কহিলেন মহারাজ আপনার সখা সুররাজ আমাকে আপনকার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন কি নিমিত্তে? মাতলি কহিলেন কালনেমি নামা দুর্জ্জয় দানবের সন্তান সকল পিতামহের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিদশলোকে উৎপাত

আরম্ভ করিয়াছে তাহারা দেবরাজের অবধ্য অতএব
এব আপনি অবিলম্বে শরাসন গ্রহণ করিয়া আমার
সহিত অশ্বযানে আরোহণ করুণ। রাজা কহিলেন
আমি দেবর্ষি নারদ প্রমুখাৎ দনুজগণের বৃত্তান্ত শ্রুত
আছি। এখনি তাহাদিগের দৌরাত্ম্যের সমুচিত
প্রতিফল প্রদান করিব।

অনন্তর রাজা মাহেন্দ্রসূত সমভিব্যাহারে দেবলোকে
যান হইয়া শুক্রশিষ্যগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম
করিলেন। পরিশেষে দৈত্যগণ পরাভূত হইয়া সমর-
ক্ষেত্র হইতে অপক্রম করিল। ভূপাল বৈরনির্যাতন
সমাধা করিয়া দেবাধিপতির সমুখে উপস্থিত হইলেন
শচিপতি পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সম্মানার্থে অমর
গণের সমক্ষে অর্দ্ধ আসনে উপবেশন করাইয়া গলদেশে
পারিজাত পুষ্পের মালা প্রদান করিলেন। তৎকালে
বিদ্যাধরীগণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল। মিশ্র-
কেশী; তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে
লাগিল। কিন্নরীগণ পঞ্চমস্বরে গানারম্ভ করিল এবং
গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজা মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত
পুনর্ব্বার মাতলির সহিত আকাশযানে আরোহণ
করিলেন এবং সুরলোকের শোভা সন্দর্শন করিতেং
ক্রমে হেমকূট পর্ব্বতের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া
মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; এই পর্ব্বা-

পুরুবংশীয় নৃপতির পুত্র ইহার মাতা মেনকা নাম্নী
অপ্সরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম
শকুন্তলা। তিনি পতিকর্তৃক নিরাকৃতা হইয়া কশ্যপ-
মুনির তপোবনে প্রসূতা হইয়াছিলেন। এই সকল
শ্রবণ করিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা
করিলেন ইহার পিতার নাম কি? মুনিতনয়া উত্তর
করিলেন আমরা সেই ধর্ম্মদারত্যাগির নাম কীর্তন
করিতে পারি না। পরে ঐ বালকের মণিবন্ধ হইতে
কশ্যপ মুনির প্রদত্ত রক্ষাকাণ্ড পরিভ্রষ্ট হইলে রাজা
তাহা গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। তা-
হাতে তাপসীদ্বয় আশ্চর্য্যাভিভূত হইয়া কহিলেন
মহাশয় ভগবান কশ্যপ এই বালকের জাতকর্ম্ম সময়ে
এই অপরাজিতা নামে মহৌষধী দিয়াছিলেন।
ইহা ভূমিতে পতিত হইলে মাতা পিতা ভিন্ন অন্য
কেহ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ ভুজঙ্গরূপে তাহাকে
দংশন করে কিন্তু আপনি গ্রহণ করিলেন তাহাতে
কিছুই হইল না। রাজা কহিলেন তোমরা সন্দেহ
করিও না। আমার নাম রাজা দুষ্মন্ত আমি দুর্ম্মতিপর-
তন্ত্র হইয়া গর্ভবতী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া-
ছিলাম।

রাজার এই কথা শুনিয়া তাপসীদ্বয় আহ্লাদিত হ-
ইয়া শকুন্তলার নিকটে সমাচার প্রদান করিতে চলিল।
শকুন্তলা চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমের আগমন সম্বাদে